৫. মস্তান

লীলা মজুমদার

ছাত্রছাত্রীরা গল্পটি পড়ে তার মূল ভাবটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে। গল্পের চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

হাতির কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কুলোর মতো কান আর মুলোর মতো দাঁত। কেউ খুব বেশি খেলে বলে উঠি, ও বাবা! এ যে হাতির খোরাক! তা বাপু 'হাতির খোরাক' কিন্তু নিতান্ত কম নয়। আখ, গুড়, কলাপাতা, কলাগাছ, তেঁতুল, চালতা, কাঁঠাল— সব মিলিয়ে দিনে সে ৪০০ থেকে ৪৫০ কেজি খাবার খেতে পারে। অবশ্য পোষা হাতি এত খাবার সময়ই পায় না। তাকে কাজ করতে হয়। তাই তাকে তৈরি খাবার দিতে হয় নুন মিশিয়ে। নুন মিশিয়ে কেন? উদ্ভিদভোজী সমস্ত জন্তুর শরীরের পক্ষে নুন অত্যন্ত দরকারি। বনে এরা নুনমাটি বা ক্ষারমাটি খেয়ে নুনের প্রয়োজন মেটায়। পোষা হাতির তো সে সুযোগ নেই। তাই ওইভাবে নুনের অভাব পূরণ করতে হয়।

সেকালে বড়োলোকেরা হাতি পুষতেন। রাজা-রাজড়ারা হাতি চেপে বাঘ শিকারে যেতেন। তাছাড়া সাধারণ লোকেরাও হাতি পেলে বেঁচে যেত। পথে-ঘাটে কাদা, রেল নেই, জিপ নেই, ট্রাক নেই। কাজেই হাতি ধরার ব্যাবসাও চলত ভালো। এখন শখ করে ছাড়া কেউ হাতি চাপে না। হাতির কাজ জিপ দিয়ে চালানো হয়। তাই হাতির দরকার কমে গেছে। আর দুঃখের বিষয় হাতির দাঁতের লোভে এত বেশি হাতি লোকে মারত যে হাতির সংখ্যা বড়োই কমে গিয়েছিল।

আজকাল যাকে-তাকে হাতি ধরতে দেওয়া হয় না। খ্যাপা হাতি লোকের ক্ষতি করছে দেখতে না পেলে, কাউকে হাতি মারতেও দেওয়া হয় না। তাতে হাতির সংখ্যা নাকি কিছু বেড়েছে, বিশেষ করে তাদের জন্য অভয়ারণ্য তৈরি করার পর।

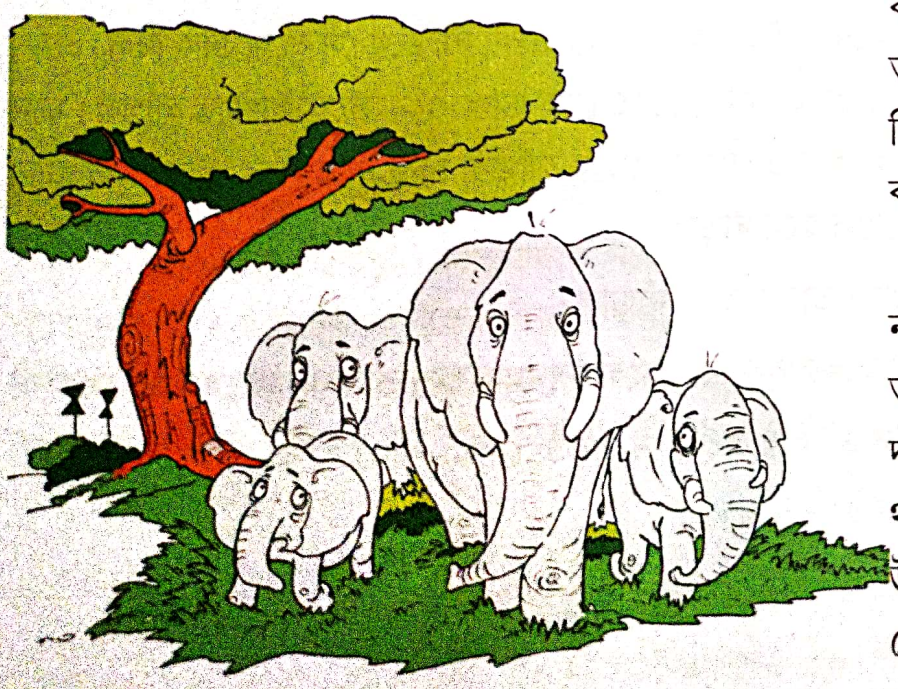

বুনো হাতি ধরা খুব সহজ নয়। ওস্তাদ না হলে কেউ পারেও না। একে হাতির গায়ে ভয়ঙ্কর জোর, বুদ্ধিও প্রখর, তার ওপর ওরা দল বেঁধে ঘোরে। একজন করে পালের গোদা থাকে, সে বুদ্ধিতে আর বলে দলের সবার উপরে। দলের সব হাতি তাকে মেনে চলে। মেয়ে হাতি আর বাচ্চারা তো চলেই, খুব বড়ো আর জোয়ান হাতিরাও তাকে মানে।

Scanned with Cam

এইরকম একটা হাতির নাম গ্রামের লোকেরা দিয়েছিল 'মস্তান'। মস্তান মানেই সর্দার। 'মস্তানে'র দলের জোয়ানদের-ও যেমনি গায়ের জোর ছিল, তেমনি সাহস-ও ছিল। সর্দারকে ছাড়া কাউকে তারা চিনত না। মস্তানের দলকে গ্রামের লোকেরা চিনলেও, হাতিরা তাদের এড়িয়েই চলত।

হাতিরা থাকত ঘন বনে, যেখানে মানুষের বাস ছিল না। 'মস্তান' তাদের সব রকম বিপদ থেকে চিরকাল রক্ষা করে এসেছিল, অন্য হাতির দল বড়ো একটা কাছে ঘেঁষত না।

নিরাপদেই ছিল ওরা। দল বেড়ে বেড়ে দেড়শো দুশোতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ডাকে পাহাড় কাঁপত, গ্রামের লোকেরা বলত, 'ঐ যে মস্তানের দল।' তারা চেনা হাতির দলের খোঁজখবর রাখত।

বিপদ যখন এল, সে দলের ভিতর থেকেই এল। এমন কি 'মস্তানে'র নিজের ছেলের কাছ থেকেই এল। মেঘের মতো কালো প্রায় 'মস্তানের' মতোই বড়ো সেই হাতি। তাকে লোকে বলত 'ঝড়'।

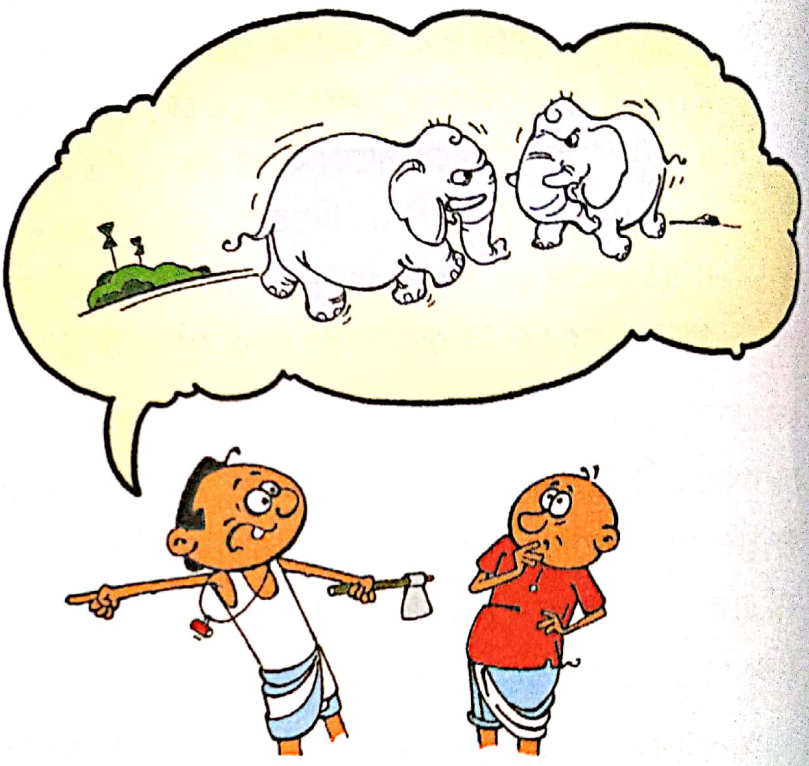

'মস্তান' যত বুড়ো হতে লাগল, 'ঝড়ে'র বল ততই বাড়তে থাকল। শেষে এমন হল যে দলের মধ্যে দুটো দল দেখা দিল। জোয়ানের দল 'ঝড়ে'র চারদিকে জড়ো হল। এর আগে কখনো এমন হয়নি।

'মস্তান' যখন নতুন বনের সংকেত দিল, 'ঝড়' অন্য দিকে মুখ ফেরাল। তার সঙ্গে এক দল কম-বয়সি হাতিও মুখ ফেরাল।

সারি বেঁধে তারা অন্য দিকে রওনা দিল।

মস্তানের তখন বয়স হয়েছে। কিন্তু পর্বতের মতো চেহারা, বজ্রের মতো গায়ের জোর। উঁচু একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধে ডাক দিল। এমন ডাক তার দলের কেউ কখনো শোনেনি। দূরে গ্রামের লোকেরাও সেই ডাক শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল। মনে হল বাতাস বওয়া বন্ধ হল, চারদিক থম-থম করতে লাগল। মেয়ে হাতিরা কিছু দূরে সরে গিয়ে, মাঝখানে বাচ্চাদের রেখে, বাইরের দিকে মুখ করে, গোল হয়ে দাঁড়াল।

'মস্তানে'র দলের পুরুষ হাতিরা কাঠ হয়ে তার পিছনে দাঁড়াল।

সে ডাক 'ঝড়ে'র কানেও গিয়েছিল। তার দলের পুরুষরা থমকে দো-মনা করতে লাগল, যাবে না কি থাকবে! ডাক শুনে 'ঝড়'ও ফিরল। সে-ও বুঝল এইবার এইখানে একটা বোঝা-পড়া হবে।

সব হাতি সরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য জায়গা করে দিল।

'মস্তান' আর 'ঝড়' দুজনে এগিয়ে এল।

কয়েকজন বেজায় সাহসী কাঠুরে সেই যুদ্ধ দেখেছিল। তারা-ই পরে গাঁয়ে গিয়ে খবর দিয়েছিল।

Scanned with Cam

অনেকক্ষণ ধরে নাকি যুদ্ধ চলেছিল। যোদ্ধারা ছিল প্রায় সমান সমান। কী তাদের দাপট, কী তাদের গর্জন। বাকিরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। সেই যুদ্ধে দুজনার একটি করে দাঁত ভেঙেছিল। সারা গা রক্তাক্ত হয়েছিল। তবু তারা থামেনি।

শেষটা হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল।

কেমন করে না জানি বুড়ো 'মস্তান' হাঁটু গেড়ে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। আর কিছুতেই উঠতে পারল না। শত্রুকে বেকায়দায় পেয়ে 'ঝড়' তেড়ে এসেছিল। কাঠুরেরা শিউরে উঠেছিল। এইবার বুঝি 'মস্তানে'র শেষ সময় এল।

কিন্তু গর্তের কিনারায় এসে 'ঝড়' থেমে গেল। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে নিজের পথ ধরল। যে-বনে যেতে চেয়েছিল, সেই বনে চলে গেল 'ঝড়'। সঙ্গে গেল সারি সারি হাতি।

কয়েকটা বুড়ো হাতি আর তাদের বাচ্চারা কিন্তু গেল না। তারা ছায়ার মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

'মস্তান' চুপ করে পড়ে রইল। আরও রাত হলে কাঠুরেরা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে গাঁয়ে ফিরে গেল।

তিন-চার দিন বাদে সেই জায়গায় গিয়ে তারা কোনো হাতির দেখা পেল না।

এর পরের বছর 'ঝড়ে'র দল 'খেদা'য় ধরা পড়েছিল। হাতি ধরার ক্যাম্পকে 'খেদা' বলা হয়। বাংলার পুরানো নিয়মের খেদার লোকেরা ঐ সব হাতি ধরেছিল। পরে তারা একটা অদ্ভুত কথা বলত। 'খেদা'য় ঘেরা হাতিগুলো যখন খুব দাপাদাপি করছিল, তখন বনের মধ্যে নাকি আরও কয়েকটা বুনো হাতি ব্যাকুল হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

তাই শুনে গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করত, ওরা যে 'মস্তান' আর বুড়ি হাতিরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের হাতিদের রক্ষা করতে না পেরে 'মস্তানে'র নিশ্চয় বড্ড কষ্ট হচ্ছিল।

জেনে রাখ

সংক্ষেপে/যিনি লিখেছেন: লীলা মজুমদার। জন্ম ১৯০৮ সাল। বাবার নাম প্রমদারঞ্জন রায়। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকতা : শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী এবং কলকাতার আশুতোষ কলেজ। ছোটো-বড়ো সকলের জন্য নানা ধরনের বই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে : কবি-কথা, এই যা দেখা। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত, বাংলার উপকথা। নিজের জীবনের কথা নিয়ে: আর কোনখানে, পাকদণ্ডী। ছোটোদের বই: পদি পিসির বর্মিবাক্স, হলদে পাখির পালক, খেরোর খাতা, কাগ নয়, বাতাস বাড়ি, ছোটোদের আরব্য রজনী প্রভৃতি। মৃত্যু ৫ এপ্রিল ২০০৭ খ্রি.। এই লেখাটি তাঁর ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

ফার্সি শব্দ

এই লেখাটিতে বেশ কয়েকটি ফার্সি শব্দ আছে।
যেমন—শিকার ওস্তাদ সর্দার জোয়ান তৈরি

Scanned with Cam

শব্দের অর্থ

রাজা-রাজড়া—রাজা ও তাঁর মতো লোক
অভয়ারণ্য—যে বনে পশুপাখি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে
পালের গোদা—দলপতি
জোয়ান—যুবক
টিলা—ছোটো পাহাড়
দো-মনা—এটা করব, না, ওটা করব মনের এই ভাবনা
বোঝা-পড়া—পরস্পরের মন বোঝা
দাপট—প্রতাপ
খেদা—হাতির দলকে খেদিয়ে বা তাড়িয়ে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় বন্দি করা হয়

ভাষার কারিকুরি

'মস্তান' পড়বার সময় নীচের এই বাক্য তিনটি লক্ষ করেছ?

ক) হাতির সংখ্যা বড়োই কমে গিয়েছিল।

খ) অন্য হাতির দল বড়ো একটা কাছে ঘেঁষত না।

গ) প্রায় 'মস্তানে'র মতোই বড়ো সেই হাতি।

বড়ো শব্দটি তিন জায়গায় তিন রকম অর্থ বোঝাচ্ছে।

প্রথম বাক্যে: খুব বেশি, খুব, বেশ, অনেক।

দ্বিতীয় বাক্যে: বিশেষ, খুব।

তৃতীয় বাক্যে: আকারে বড়ো।

বেশি শব্দটি আমরা কম-এর বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। কিন্তু লিখবার সময় লিখি : 'আলো বেশি বেড়ে গিয়েছিল।' আলো বেশি কমে গিয়েছিল।' অর্থাৎ প্রয়োগের ওপর শব্দের অর্থ নির্ভর করে। ঠাকুমা, দিদিমাকে যদি বল, 'এখন আমি যাচ্ছি।' তাঁরা বলবেন, 'বালাই ষাট! যাচ্ছি বলতে নেই—এস।' 'এস' বলে তাঁরা তোমায় চলে যেতে বলছেন।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) 'মস্তান' কার লেখা?

খ) হাতি চেপে কারা শিকারে যেতেন?

গ) এখন হাতির কাজ কী দিয়ে চালানো হয়?

ঘ) হাতির দল কাকে মেনে চলে?

ঙ) 'মস্তান' ও 'ঝড়' কি দাঁতাল হাতি?

চ) বাপ-ছেলের লড়াই কারা দেখেছিল?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'এখন শখ করে ছাড়া কেউ হাতি চাপে না,'— আগে কারা হাতি চাপতেন? কেন চাপতেন? এখন চাপেন না কেন?

খ) 'নিরাপদেই ছিল ওরা।'— 'ওরা' মানে কারা? কার জন্য 'নিরাপদে' ছিল? তার নাম কী? গ্রামের লোক তাকে কী বলে ডাকত?

Scanned with Cam

গ) 'লোকে তাকে বলত ঝড়'।— কাকে 'ঝড়' বলত? তার চেহারা কেমন ছিল? কখন তার শক্তি বাড়ল? তার দলে কারা যোগ দিল?

ঘ) 'দলের মধ্যে দুটো দল দেখা দিল।'— দুটো দল বলতে কার কার দল? কেমন করে এটা হল?

ঙ) 'পরে তারা এক অদ্ভুত কথা বলত।'— কার 'পরে'? কারা বলত? অদ্ভুত কথাটা কী?

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) কাঠুরেরা মস্তান ও ঝড়ের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখ।

খ) হাতির সংখ্যা কেন কমে গিয়েছিল? এখন কীভাবে বাড়ানো হয়েছে?

গ) বুনো হাতি ধরা সহজ নয় কেন বুঝিয়ে লেখ।

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) দলপতি হিসেবে মস্তানকে তোমার কেমন লাগে? কারণ দেখিয়ে গুছিয়ে লেখ।

খ) হাতির গল্প হলেও এ থেকে আমাদের কি কিছু শিখবার আছে? থাকলে সেটা কী?

গ) কোনটা ঠিক? কোনটা ঠিক নয়? ✓ অথবা ✗ চিহ্ন দিয়ে দেখাও।

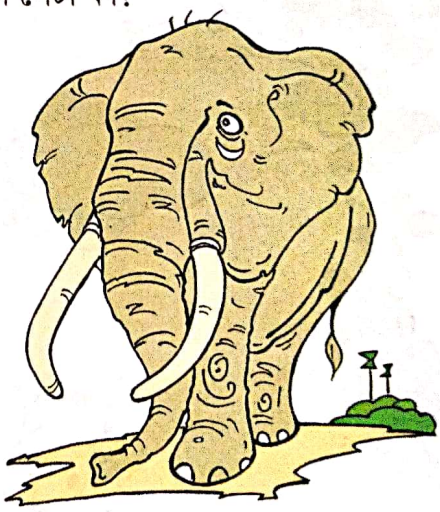

লোকে হাতি মারত দাঁতের লোভে। ☐

বুনো হাতি ধরা খুব সহজ কাজ। ☐

অভয়ারণ্যে হাতি ছাড়া অন্যান্য পশুপাখিও থাকে। ☐

জোয়ান হাতিরা 'ঝড়ের' পাশে জড়ো হল। ☐

'ঝড়' ও 'মস্তানে'র লড়াই দেখছিল চাষিরা। ☐

'খেদা'য় ধরা পড়েছিল 'মস্তানে'র দল। ☐

এখন সুস্থ হাতি ধরা ও মারা নিষেধ। ☐

শব্দের ঝাঁপি

রাজা-রাজড়া পথে-ঘাটে কে কে দো-মনা
ভয়ে ভয়ে সমান সমান থম-থম বোঝা-পড়া

ব্যাকরণ:

ক) বাক্যরচনা কর: পথে-ঘাটে যাকে-তাকে বোঝা-পড়া ভয়ে ভয়ে

খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ: যুদ্ধ ভিতর রাত সাহসী বুড়ো

ধরে নাও তোমাদের ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন তুমি। কিন্তু টিমের কিছু সদস্য চায় যে, অন্য কেউ ক্যাপটেন হোক। তুমি কী করবে?

ক) ভোট দিয়ে নতুন ক্যাপটেন কে হবে তা স্থির করার ব্যবস্থা করবে।

খ) জোর করে ঝগড়া করে নিজেই ক্যাপটেন থাকার চেষ্টা করবে।

গ) ঝগড়া না করে সরে দাঁড়াবে যাতে অন্য কেউ ক্যাপটেন হতে পারে।

Scanned with Cam